দৈনিক সংবাদ

01 APR 1988
~~06 APR 1988~~
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

01 APR 1988

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

১ এপ্রিল ১৯৮৮

সংবাদ: বিশেষ ক্রোড়পত্র

পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জায়: দি লিফলেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ

আহসানুল হক
অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের মত স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠির একটি দেশে স্বাধীনতাবোধ, জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক বিকাশ যে অনেকাংশে শিক্ষাঙ্গন আশ্রয়ী হবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ১৯৪৭ সনের পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শাসনের শৃংখল মোচন, পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পেরিয়ে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পদযাত্রা ও পরবর্তীকালের বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্র-শিক্ষকদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন কোন কারণে যার বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই--এদেশের রাজনীতি মাত্রাতিরিক্তভাবে ছাত্র আন্দোলন নির্ভর হয়ে পড়ে এবং কোন কোন পর্যায়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল শিক্ষাঙ্গনকেই তাদের অস্তিত্ব প্রমাণের মূল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

উপযুক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে আর একটি মারাত্মক মাত্রা সংযোজিত হয় ষাটের দশকে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার জন্য হাতিয়ার হিসেবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র ঠেংগারু দল গঠন করা হয় এবং নির্লজ্জভাবে তা ব্যবহৃত হতে থাকে।

পাকিস্তানী আমলের অবসানের সংগে সংগে তৎকালীন ঠেংগারু ছাত্রবাহিনী লোপ পায়। কিন্তু বিষবৃক্ষের বীজ একবার উপ্ত হলে তা থেকে নিস্কৃতি লাভ করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রতিষ্ঠিত সরকারী বাহিনীকে প্রতিহত করতে যারাই আসরে নেমেছে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'র নীতিতে তারা একই সশস্ত্র সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। এর ফলে পর্যায়ক্রমিকভাবে শিক্ষা ও গবেষণার পবিত্র অংগন আরণ্যক বর্বরতার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য, কিছু শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ দুস্কৃতির সহযোগী হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপর্যস্ত শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বরাবরই প্রচুর চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যার জটিলতা এতই গভীর ও ব্যাপক যে, কোনরূপেই এর মূলে আঘাত করা সম্ভব হচ্ছিল না। বিশেষ করে দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সরকারের একটি দপ্তর হওয়ায় এবং ক্ষমতাসীন সরকার ছাত্র রাজনীতির মুখাপেক্ষী হওয়ায় সর্ষের ভেতরের ভূত সকল উদ্যমকেই ব্যর্থ করেছে। কিন্তু সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সংকট উত্তরণের একটি সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

"শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ" এর ধারণাটি ব্যতিক্রমধর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল প্রভৃতি বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহ ক্ষমতার অধিকার ভিত্তিক, শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ দায়িত্বের অঙ্গীকারভিত্তিক। এক হিসেবে এর কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল রাখার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে।

পরিবেশ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ও এ সংস্থার প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কয়েকটি ব্যাপারে ব্যাপক উন্নতি সূচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির পদ্ধতি এখন পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিকতার আওতায়। অনুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে আবাসিক হলসমূহে সিট বন্টনের ব্যাপারে। বিগত কিছুকাল যাবৎ যেখানে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজমান ছিল, হল কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সেখানে ছাত্রদলভিত্তিক অথবা আঞ্চলিকতা ভিত্তিক সিট দখল সাধারণ রীতি হিসেবে চলে আসছিল, সেখানে এখন কেবল মেধা ও অনুষদ-ভিত্তিতে সিট বন্টন করা হচ্ছে।

পরিবেশ পরিষদের অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় ফুটে ওঠে: ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করলে তারা যে দায়িত্বশীলতা ও বিবেচনার পরিচয় দেয় তা প্রশংসনীয়। সিনেটে কয়েকজন ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থাগুলোতে কোন ছাত্র প্রতিনিধি নেই। পরিবেশ পরিষদে তারা সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে এবং এ সংস্থাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়েছে। আরো একটি বিষয় স্মর্তব্য: বিভিন্ন সংগঠনকে সম্মিলিতভাবে কর্মসূচীতে আহ্বান করলে নীতিমালার প্রতি সকলকে আনুগত্য প্রকাশ করতে হয় এবং দল বিশেষের উৎকেন্দ্রিকতা অথবা একগুঁয়েমি অন্যদের দ্বারা শাস্তি হয়। একথা অনস্বীকার্য, নৈরাজ্য দ্বারা সবাই উপকৃত হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সবসময়ই লাভবান হয় নিয়মনীতি ও ন্যায়বিচার থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে এই দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রাথমিক সাফল্য অলীক প্রমাণিত হবে যদি কতকগুলো প্রচেষ্টা দ্বারা একে সুরক্ষিত করা না যায়। ছাত্রনামধারী দুস্কৃতকারী অথবা অছাত্রদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হয়ে যথার্থ ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান লাভের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকসহ দেশের জনগণের বিশেষ স্বস্তিলাভের কথা; কিন্তু কোন কিছুই অর্জন করা যায় না তার জন্য মূল্য না দিয়ে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুধু নিস্ক্রিয়ভাবে সুষ্ঠু পরিবেশ প্রত্যাশা না করে সক্রিয়ভাবে এর রক্ষায় নিয়োজিত হতে হবে। অভিভাবকগণকেও এর পক্ষে ও সকল অরাজকতার বিপক্ষে সবাক হতে হবে। এ বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: দেশ ও জাতির স্বার্থে ছাত্র ঠ্যাংগারুদের ওপর নির্ভর না করে কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রসারিত করতে হবে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছন্দ শিক্ষার পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরো কয়েকটি বিষয়। এর মধ্যে সর্বপ্রধান বোংকরি সেশনসমূহের মন্থরগতি ও ফলস্বরূপ সেশনজট। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি প্রবর্তিত কোর্স সিষ্টেম এ সমস্যা জটিলতর করার সহায়ক হয়েছে। গত কিছু দিনে কোর্স সিষ্টেমের বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তনের পরও সমস্যার সমাধান হয়নি। কোর্স সিস্টেম অভিপ্রেত ফললাভে কতটুকু সমর্থ হয়েছে এবং সমস্যা কন্টকিত শিক্ষাজীবনে এই বাড়তি সমস্যা বহন করে যাওয়ার আদৌ কোন সার্থকতা আছে কিনা, তা গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার।

আরো একটি বিষয় অপ্রকাশ্যভাবে পরিস্থিতির হতাশাব্যঞ্জক দিকটিকে সহায়তা করেছে: সে হচ্ছে পরীক্ষার ফল প্রকাশে কোন ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব। বহু আলোচিত ও বহু ধিকৃত এই প্রসংগটি এখনও সমাধান এড়িয়ে চলেছে। কিছু শিক্ষকের দায়িত্বে অবহেলা ও কিছু ব্যবস্থাপনার ত্রুটির ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সম্প্রতি কিছু সংস্কার ও রূঢ় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যা নিরসনের চেষ্টা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। এখানে পরিবেশ উন্নয়নের প্রচেষ্টা তাই দেশের সার্বিক পরিস্থিতির সংগে যুক্ত। এখানকার পরিবেশ উন্নয়নে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তা চেতনার অভাব কোন কালেই ছিল না। কিন্তু এরূপ চিন্তা ও প্রয়াস প্রায়শ:ই বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাতে আশানুরূপ ফললাভ হয়ে ওঠেনি। অধুনা শিক্ষার পরিবেশের মাধ্যমে সকল প্রচেষ্টা একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সংহত ও সমন্বিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আশা করার সংগত কারণ আছে, এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যেই এর রক্ষাকবচ নিহিত আছে। সকল সচেতন মহলের কর্তব্য দেশের অনেক নৈরাশ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে এই ইতিবাচক অর্জনটিকে সযত্ন পরিচর্যায় টিকিয়ে রাখা।